সাম্যবাদ

৭ নভেম্বর মহান রুশ বিপ্লবের ৯৮তম বার্ষিকী এবং বাসদ (মার্কসবাদী)-র ৩৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী।

এ উপলক্ষে সাম্যবাদ-এর পাঠক-শুভানুধ্যায়ীসহ দেশের শ্রমজীবী-মেহনতি মানুষ, বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতাকর্মীদের প্রতি আমাদের শুভেচ্ছা।

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র • বুলেটিন • অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৫ • দুই টাকা

মানিকগঞ্জ ও মাগুরায় রোডমার্চের মিছিলে পুলিশি হামলা

গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার ঢাকা-সুন্দরবন রোডমার্চ

পথে পথে পুলিশি হামলা-লাঠিচার্জ

কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ আহত অর্ধশতাধিক

- মানিকগঞ্জ, মাগুরা, ঝিনাইদহ ও যশোরে সমাবেশ করতে দেয়া হয়নি
- খাবার ও পানিবিহীন অবস্থায় রোডমার্চকারীদের বাসে আটকে রাখা হয় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী সংগঠন, পরিবেশ ও বন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ এবং সর্বোপরি দেশের জনগণের সবরকম মতামত উপেক্ষা করে, হাজার হাজার পরিবারকে উচ্ছেদ করে, আবাদযোগ্য কৃষি জমি ধ্বংস করে একতরফাভাবে, গায়ের জোরে সরকার রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করতে যাচ্ছে। দেশের ভবিষ্যৎ ভয়াবহ সংকট চিন্তা করে গণতান্ত্রিক বামমোর্চা ১৬-১৮ অক্টোবর ঢাকা থেকে সুন্দরবন অভিমুখে রোডমার্চের ঘোষণা দেয়। সম্পূর্ণ দেশের স্বার্থের সাথে জড়িত একটি বিষয়ে গণতান্ত্রিক প্রচার-প্রচারণা ও জনমত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত রোডমার্চে পুলিশ পদে পদে হামলা চালিয়ে, নেতা-কর্মীদের আহত করে, রোডমার্চকে পথে খাবার খাওয়ার জন্যও বাস থেকে নামতে না দিয়ে, পুরো রোডমার্চকারীদের এমনকি মেয়েদেরও বাথরুমে পর্যন্ত যেতে না দিয়ে বাসে আটকে রেখে দমন-পীড়নের এক নজিরবিহীন উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।

রোডমার্চকারীদের একটাই উদ্দেশ্য ছিল, তা হলো রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা এবং এর বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তোলা। সেই উদ্দেশ্যের বাইরে কোনো কিছু তারা করেন নি। কিন্তু সেই গণতান্ত্রিক কর্মসূচিও রাষ্ট্র গায়ের জোরে দমন করতে চাইলো।

যে সকল বুদ্ধিজীবী গণতন্ত্রের কথা বলেন, কোন হামলায় কতখানি গণতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্থ হলো তার হিসেব করেন, তারা এর কী জবাব দেবেন। মাগুরা থেকে রওয়ানা দেয়া বাস ঝিনাইদহে থামতে দেয়া হয়নি, যশোরে থামতে দেয়া হয়নি। যশোরে নেতৃবৃন্দ একটু নেমেছিলেন, সাথে সাথে পিস্তল ও হকিস্টিকে সজ্জিত পুলিশ তাদের ঘেরাও করে বাসে তুলে দেয়। পথে কয়েকজন নারী কর্মী বাথরুম-টয়লেটে যেতে চাইলে তেড়ে আসে পুলিশ, 'যা করার সুন্দরবন গিয়ে কর, এখানে না'। এমন সীমাহীন নিষ্ঠুর আচরণ আগে কেউ প্রত্যক্ষ করেছেন? লাঠি, জেল, গুলি দেখেছেন, কিন্তু এরকম কান্ড দেখেছেন? যারা এখনও এ সরকারের কোন আচরণ গণতান্ত্রিক আর কোনটা নয়; মিডিয়াতে, টক শোতে এই বাহাস করে বাহবা কুড়াচ্ছেন, আপনাদের কবে সম্বিৎ ফিরবে? চরম ফ্যাসিবাদী দমন-নিপীড়ন চলছে, এই সময়ে আন্দোলন ছাড়া আবার গণতন্ত্র কথাটির অর্থ কী? আন্দোলনবিহীন গণতন্ত্রের কথা এখন যারা বলেন তারা সবাই নিরীহ ভদ্রলোকের ছদ্মবেশে বিষধর সাপ মাত্র। সুন্দর কথা বলে, শুদ্ধ সমালোচনার আড়ালে এ ফ্যাসিস্ট সরকারের টিকে থাকার ভাবগত জমিন তারাই তৈরি করছেন।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত জনগণের সমর্থন নিয়ে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে এগিয়েছে রোডমার্চ। ১৮ অক্টোবর বাগেরহাটের কাটাখালিতে সমাপনী সমাবেশের মধ্য দিয়ে রোডমার্চ শেষ হয়।

পদে পদে বাঁধা অতিক্রম করে এগিয়ে গেছে রোডমার্চ। ১৬ অক্টোবর সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে উদ্বোধনী সমাবেশ শুরু হয়। এদিন সকাল থেকেই একে একে মোর্চার শরিক পার্টিগুলো মিছিল সহকারে জড়ো হতে থাকে প্রেসক্লাবের সামনের রাজপথে। শিক্ষক-শিক্ষাবিদ-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীরাও অনেকেই উপস্থিত হয়েছিলেন সংহতি জানিয়ে। উপস্থিত হয়েছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এবং তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব আনু মুহাম্মদ ও বিশিষ্ট সাংবাদিক গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ।

উদ্বোধনী সমাবেশে বাসদ (মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বলেন, "আজ এমন এক সময় আমরা মিলিত হয়েছি যখন দেশ সমস্ত দিকে স্তব্ধ হয়ে আছে। দেশে সত্যিকারের কোনো গণআন্দোলন নেই। এই সময়ে গণতান্ত্রিক বামমোর্চা, দেশের বামপন্থীদের যতখানি শক্তি আছে, তাকে ঐক্যবদ্ধ করে জনগণের কাছে আবেদন করছে সুন্দরবন ধ্বংসকারী এই ভয়ঙ্কর সমস্যাকে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য। ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের সাথে বাংলাদেশের ফ্যাসিস্ট সরকার – এই দুই আগ্রাসী শক্তি মিলে দেশ ও দেশের সম্পদ ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। এর বিরুদ্ধে সত্যিকারের যারা সংগ্রামী শক্তি, তারাই আমরা একত্রিত হয়েছি। সরকারের সাথে যে বামপন্থীরা আছেন তাদের সাধ্যই নেই এই আন্দোলন করার। এই জোর নিয়ে আমরা এগোতে থাকি, আমরা যাতে এই আন্দোলনকে প্রতিরোধের আন্দোলনে নিয়ে যেতে পারি।"

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন নান্নু, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকী, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক, বাসদ(মাহ-বুব)-এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইয়াছিন মিয়া। মোর্চার সমন্বয়ক বিপ্লবী ওয়ার্কাস পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক রোডমার্চের উদ্বোধন ঘোষণা করে বলেন, "প্রধানমন্ত্রী পরিবেশ রক্ষায় অবদানের জন্য একদিকে চ্যাম্পিয়ন অব দ্যা আর্থ পুরস্কার গ্রহণ করছেন অন্যদিকে রামপালে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র করে সুন্দরবন ধ্বংসের আয়োজন করছেন। সুন্দরবন ধ্বংস হলে শুধু দক্ষিণাঞ্চলই নয়, সুন্দরবনের জীব বৈচিত্র্যই নয়, গোটা বাংলাদেশের প্রাণ-প্রকৃতি ধ্বংসের মুখে পড়বে। তাই দেশের প্রাণ-প্রকৃতিকে রক্ষায় সুন্দরবনকে আমাদের বাঁচাতে হবে। এই অঙ্গীকারেই বাম মোর্চার রোডমার্চ।"

উদ্বোধন শেষে একটি মিছিল রাজধানীর রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। মুহুর্মুহু স্লোগানে ঢাকার আকাশ প্রকম্পিত করে হাইকোর্ট, শাহবাগ, সায়েন্সল্যাব হয়ে কলাবাগানে গিয়ে মিছিলটি শেষ হয়। যাত্রা করে মানিকগঞ্জ অভিমুখে। *(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

রোডমার্চে পুলিশি হামলা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) মানিকগঞ্জে দুপুরের খাবার গ্রহণের পর শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের সমাবেশ স্থলে গিয়ে মোর্চার নেতা-কর্মীরা হতবাক। পুলিশ ব্যানার ছিঁড়ে ফেলেছে। মাইক-চেয়ার সরিয়ে ফেলেছে। প্যান্ডেলটিও খুলে ফেলছে। সমাবেশের অনুমতি দিয়েও সমাবেশ করতে না দেয়ার সিদ্ধান্ত বর্তমান অনির্বাচিত অগণতান্ত্রিক সরকারের স্বৈরাচারী চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ। সমাবেশ করতে না দেয়ায় মোর্চার নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান নেন মিছিল করে পরবর্তী গন্তব্যের দিকে রওয়ানা দেবে রোডমার্চ। তাতেও পুলিশ বাধা দিল – মিছিলও করতে দেবে না। এই বাধার মুখেও মিছিল নিয়ে সামনে এগোতে চাইলে অতর্কিতে বেধড়ক লাঠিচার্জ করে, বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাত করে মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেয় পুলিশ। হামলায় গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাসদ (মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী ও ফখরুদ্দিন কবির আতিকসহ ২০-২৫ জন নেতা-কর্মী আহত হন। বেপরোয়া পুলিশ পাশের মাঠে ঢুকে আবার হামলা করতে উদ্যত হলে বাসদ (মার্কসবাদী)-র নেতাকর্মীরা সহ রোডমার্চকারীরা সংগঠিত হয়ে এবার পুলিশকে প্রতিরোধ করে। প্রতিরোধের মুখে পুলিশ কিছুটা পিছু হটে। তারপর মিছিল সহকারে ঢাকা বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে সেখান থেকে বাসে গোয়ালন্দের দিকে রওয়ানা দেয় রোডমার্চ। শান্তিপূর্ণ রোডমার্চে পুলিশের এই ন্যাক্কারজনক ভূমিকা রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ফ্যাসিবাদী চরিত্রকে আরেকবার উন্মোচিত করেছে।

যে দেশে প্রধানমন্ত্রী পরিবেশ রক্ষায় চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ পুরস্কার পান, সেখানে সুন্দরবনের মতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদের আধার, যাকে দেশের প্রাকৃতিক রক্ষাকবচ হিসেবে অভিহিত করা হয় তাকে রক্ষার দাবিতে আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশ দিয়ে হামলা যেন এই পুরস্কারকেই ব্যঙ্গ করছে। ভূমিদস্যুরা এদেশের নদী-খাল দখল করছে, বন দখল করছে সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছে না, অথচ যারা পরিবেশ রক্ষায় কাজ করছে উল্টো পুলিশি হামলা করে তাদের জীবন বিপন্ন করছে। এটাই প্রমাণ করে দেশের স্বার্থ রক্ষা নয়, পরিবেশ রক্ষা নয় – সরকার স্বার্থ রক্ষা করছে ভূমিখেকো পুঁজিপতিদের, মালিকদের।

এই পুঁজিপতিরাই তো দেশ পরিচালনা করছে। দেশের সম্পদ লুটে নিচ্ছে। প্রাকৃতিক গ্যাস-কয়লা লুটে নেয়ার জন্য নানা উপায় বের করছে, নিজেদের সহযোগী হিসেবে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে ডেকে আনছে। তারাই আজ মুনাফার অদম্য লালসায় গোটা বিশ্বের ঐতিহ্য, বিরল প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্যের আধার, লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ও জীবিকার উৎস সুন্দরবনকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। মানুষের জীবনের মূল্য যে শাসকদের কাছে নেই, প্রকৃতি-পরিবেশের কী মূল্য এদের কাছে আছে? মানুষের জীবন, শ্রম ও প্রকৃতির সম্পদ সবই এদের কাছে মুনাফার উপায় মাত্র। এই মুনাফা অর্জনের পথ নিষ্কণ্টক করতেই এদেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠী একটা স্বৈরতান্ত্রিক সরকারকে গদিতে আসীন করেছে, সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারকে সংকুচিত করছে। তাই এই রোডমার্চ শুধু সুন্দরবন রক্ষা নয়, মানুষের জীবন রক্ষাকারী প্রকৃতি যে লুটেরা শাসকদের হাতে বিপন্ন তাদের কবল থেকে দেশ, দেশের গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের অংশ। রোডমার্চে পুলিশি হামলা এই চেতনাকে আরো শাণিত করে।

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে এক নির্মাণাধীন ভবনে রাত্রিযাপন শেষে পরদিন সকাল ৯টায় রোডমার্চ যাত্রা শুরু করে। এখানেও মিছিলে পুলিশি বাধা আসে। সেই বাধা উপেক্ষা করে মাগুরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয় রোডমার্চ। মাগুরায় প্রবেশের পথে গড়াই ব্রিজের পাশে দাঁড়িয়ে বাসদ (মার্কসবাদী)-র স্থানীয় কর্মীরা রোডমার্চকে স্বাগত জানায়। বাস থেকে নেমে একটু অগ্রসর হতেই মিছিল আবার পুলিশি বাধার মুখে পড়ে মিছিলটি। নেতা-কর্মীদের সাথে বাক-বিতণ্ডা শুরু হয় – কিছুতেই মিছিল করতে দেবে না। আগের দিনের অভিজ্ঞতায় রোডমার্চকারীদের মনোবল দৃঢ়, পথ না ছাড়ার শপথ – ফলে কিছুতেই পুলিশ টলাতে পারছিল না। একপর্যায়ে পুলিশ লাঠিপেটা শুরু করে। এতে মোর্চার সমন্বয়ক কমরেড সাইফুল হক সহ ১৮/২০ জন নেতা-কর্মী আহত হন। উপর্যুপুরি পুলিশের এহেন ভূমিকায় ক্ষুব্ধ, দৃঢ়চিত্ত রোডমার্চকারীরা কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে যায় – পুলিশের হামলা ও বাধাকে উপেক্ষা করে মিছিল নিয়ে ঢাকা মোড় থেকে ভায়না মোড় পর্যন্ত যায়। কিন্তু পূর্ব নির্ধারিত সমাবেশ না করেই ঝিনাইদহের দিকে রওয়ানা দিতে হয়।

রোডমার্চের গাড়িবহর মাগুরা থেকে চলা শুরু করতেই দেখা যায় পুলিশের পিকআপ ভ্যান পিছু নিয়েছে। সাম্যবাদ বুলেটিন বিক্রির জন্য একটি অগ্রগামী টিম গিয়েছিল ঝিনাইদহে। পুলিশ তাদের পত্রিকা বিক্রি করতে বাধা দেয় এবং জোর করে ঝিনাইদহ থেকে মাগুরা গামী যাত্রীবাহী বাসে তুলে দেয়। পথে তারা রোডমার্চের বহরে যোগ দেয় এবং তাদের কাছ থেকেই জানা গেল যে শহরে প্রবেশমুখে শত শত পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশ রোডমার্চ শহরে ঢুকতে দেবে না।

ঝিনাইদহে দুপুরের খাবার ও পায়রা চত্বরে বিকেলের সমাবেশ পূর্ব নির্ধারিত। কিন্তু ঝিনাইদহের সীমানায় ঢুকতেই দেখা গেল দাঙ্গা পুলিশে সয়লাব। রাস্তার মোড়ে মোড়ে হকিস্টিক, লাঠি, বন্দুক হাতে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। এক ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করেছে। বাস থেকে নামা তো দূরের কথা গাড়িগুলোকে এক মিনিটের বেশি দাঁড়াতেও দেয়নি। গাড়ির দরজা খোলা থাকায় অশ্রাব্য গালিগালাজ শুরু করল। শ'পাঁচেক মানুষকে অভুক্ত আর পিপাসার্ত রেখে গাড়ি বহর পাঠিয়ে দিল যশোরের দিকে। সভা-সমাবেশ করা নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। সমাবেশ করতে না দিয়ে সরকার সুস্পষ্টভাবে সংবিধান লঙ্ঘন করেছে। অথচ সংবিধান রক্ষার কথা বলে, গণতন্ত্রের কথা বলে সরকার ক্ষমতায় আসীন হয়েছে – এই কি সংবিধান রক্ষা ও গণতন্ত্রের নমুনা? সমাবেশ করার সাংবিধানিক অধিকার তো হরন করেছেই এমনকি খাবার খাওয়া, বাথরুমে যাওয়া কিছুই করতে দেয়া হয়নি।

গাড়ি বহরের সামনে পেছনে পুলিশের পিকআপভ্যান কার্যত রোডমার্চকে কর্ডন করে যশোরের দিকে নিয়ে যায়। যশোরে টাউন হলে ছিল পূর্ব নির্ধারিত জনসভা ও রাত্রিযাপন। কিন্তু এখানে শহরেই ঢুকতে দেয়নি পুলিশ। পালবাড়ি মোড়ে রাস্তার উপর সারভর্তি ট্রাক রেখে ব্যারিকেড দিয়ে গাড়ি বহর খুলনার দিকে পাঠিয়ে দেয়। যশোর শহরে ঢোকার প্রতিটি প্রবেশমুখে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করে রাখে। যে রোড ধরে গাড়ি বহর এগোচ্ছিল চারদিকে জনতার সন্ত্রস্ত চোখ। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়ে কিংবা নব্বইয়ে সামরিক স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের আমলেও এমন বল প্রয়োগ ও অধিকার হরনের দৃষ্টান্ত দেখে নি কেউ। সমস্ত দিক থেকে আওয়ামী লীগ অতীতের ফ্যাসিবাদী সরকারগুলোর কর্মকাণ্ডকে হার মানিয়েছে। ফ্যাসিবাদী শাসন যে মানুষের মানবিকতাকে ধ্বংস করে, মনুষ্যত্বকে নষ্ট করে – তার চূড়ান্ত উদাহরণ পুলিশের এই নিষ্ঠুর আচরণে প্রকাশ পেয়েছে। যুদ্ধবন্দিদের সাথেও এমন আচরণ করা হয় কিনা সন্দেহ।

এরপর রোডমার্চ যাত্রা করে অজানার উদ্দেশ্যে। দুপুরে খাওয়া হয়নি, রাত্রে জুটবে কিনা নিশ্চয়তা নেই। খুলনায় প্রবেশ করতে দেবে কিনা, রাত্রিযাপন কোথায় হবে – এতোসব অনিশ্চয়তার মধ্যেই খুলনা শহরে প্রবেশ করে রোডমার্চ। জোড়াগেটের সিএমভি কলোনির হলে রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা হয়। যশোর থেকে আনা হয় রাতের খাবার।

পরদিন দুপুরে সেখান থেকে মিছিল করে খুলনার শহীদ পার্কে সমাবেশে মিলিত হয় রোডমার্চ। মোস্তফা খালিদ খসরুর সভাপতিত্বে এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মোশাররফ হোসেন নান্নু, জোনায়েদ সাকী, মোশরেফা মিশু, শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, ইয়াসিন মিয়া, হামিদুল হক, এড. বিপ্লব কান্তি মণ্ডল। রোডমার্চের ঘোষণা পাঠ করেন সাইফুল হক।

অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এবার সমাপনী সমাবেশের পালা। গন্তব্য বাগেরহাটের কাটাখালি মোড়। এখানেও দেখা গেল পুলিশের তৎপরতা। কিন্তু স্থানীয় জনগণের দৃঢ়তার কারণে সমাবেশ পণ্ড করার সাহস পায়নি। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে শুরু হয় সমাপনী সমাবেশ। রণজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সাইফুল হক, জোনায়েদ সাকী, মোশরেফা মিশু, আব্দুস সাত্তার, হামিদুল হক, শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী।

কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী বলেন, রামপাল কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভয়াবহতা সম্পর্কে নতুন করে বলবার কিছু নেই। সমগ্র সুন্দরবন ধ্বংস হয়ে যাবে। দক্ষিণাঞ্চলের প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। দেশের পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। এ আমরা কিছুতেই হতে দিতে পারি না। তিনি বলেন, অনেকে প্রশ্ন করেন, আপনারা বামপন্থীরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করছেন না কেন? আপনারা সবাই আলাদা আলাদা কেন? আমরা আপনাদের এই আকুতিকে সম্মান করি। আপনারা আন্দোলন চান, লড়াই চান। আর সে কারণেই আমরা বলি, আপনারা কি আমাদের এমন কোনো ঐক্যের মধ্যে যেতে বলবেন যে ঐক্য আন্দোলনকে ভেতর থেকে ধ্বংস করে দেবে? বাংলাদেশে এখন বামপন্থী নামধারী কেউ কেউ আওয়ামী মহাজোট সরকারের শরিক। ফলে যারা সরকারের শরিক হয়ে জনগণকে শোষণ করার পাহারাদার হয়েছে, জনগণের সম্পদ লুটের পাহারাদার হয়েছে, দেশের বুকে একটা ফ্যাসিস্ট শাসন কায়েমের শরিক হয়েছে – তাদের সাথে নিয়ে কীভাবে আন্দোলন করা সম্ভব? আমাদের কথা অত্যন্ত স্পষ্ট। আমরা আন্দোলন চাই, আন্দোলনের জন্য ঐক্য চাই। ঐক্যের কথা বলে আন্দোলনকে ধ্বংস করতে দিতে পারি না।

রোডমার্চের পথে পথে ছিল জনগণের আবেগভরা সমর্থন। যশোর সীমান্ত পেরিয়ে ফুলতলার এক বাজারেএকজন বৃদ্ধ নিজের যৌবনের দিনগুলোর কথা মনে করে বললেন, "আমারও ইচ্ছে করছে আপনাদের মত পথে নেমে পড়ি।" ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে সেই যে মহান সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, "বয়স কখনও কাউকে দেশের ডাক থেকে বিরত রাখতে পারে না।" রোডমার্চে এই কথাগুলোর গভীরতা সত্যতা আরো নিঃসংশয় হল। খুলনার হাদিস পার্কে সমাবেশ শেষে এগিয়ে আসে এক বালক – কতোইবা বয়স হবে, ১২/১৩, সবে ক্লাস সেভেনে পড়ে – তারও আকুতি জেগেছে, "কথাগুলো আমার ভালো লেগেছে। আমিও কিছু করতে চাই।"

আন্দোলন কিশোর যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষ সকলের মনকে আন্দোলিত করে। পথে নেমে পড়ার ডাক দিয়ে যায়, নিজস্ব ব্যক্তিগত স্বার্থের গন্ডি থেকে বেরিয়ে দেশের জন্য কিছু করতে উদ্বুদ্ধ করে। এভাবেই পথে পথে জনগণের মধ্যে জাগরণের ঢেউ তুলে, সদ্যপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রীর চ্যাম্পিয়ন অব দ্যা আর্থ পুরস্কারের মুখোশ উন্মোচন করেছে তিনদিনের রোড মার্চ।

রোডমার্চের উদ্বোধনী সমাবেশে যোগদানের উদ্দেশ্যে ঢাকার রাজপথে বাসদ (মার্কসবাদী)র মিছিল

মাগুরায় রোডমার্চকে স্বাগত জানাচ্ছে বাসদ (মার্কসবাদী)র মাগুরা শাখা

হাদিস পার্কের সমাবেশ অভিমুখে বাসদ (মার্কসবাদী) খুলনা জেলার মিছিল

রোডমার্চের মিছিলের পাশাপাশি সাম্যবাদ বুলেটিন বিক্রি

পথে পথে রোডমার্চ

[১] ঢাকায় রোডমার্চের মিছিল।
[২] গাড়ি থেকে নামতেই যশোরে নেতৃবৃন্দকে ঘিরে ধরেছে পুলিশ
[৩] মাগুরায় মিছিলের সামনে হকিস্টিক ও লাঠি নিয়ে পুলিশি মহড়া
[৪] ঝিনাইদহে রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশি মহড়া
[৫] মাগুরায় রোডমার্চের মিছিলে পুলিশি হামলা
[৬] কাটাখালীতে রোডমার্চের সমাপনী সমাবেশ
[৭] মাগুরায় পুলিশের হামলায় আহত বাম মোর্চার সমন্বয়ক কমরেড সাইফুল হক
[৮] মানিকগঞ্জে পুলিশের হামলায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন কমরেড মোশরেফা মিশু
[৯] মানিকগঞ্জে পুলিশি হামলা

রামপাল নিয়ে বিবৃতি প্রসঙ্গে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) হবে। গোটা দুনিয়ায় কয়লাভিত্তিক প্রকল্প বাদ দেয়া হচ্ছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি বেছে নেয়া হচ্ছে। ভারতে তিনটি রাজ্যে কয়লাভিত্তিক প্রকল্প বাতিল করা হয়েছে।

আর ভারত যে ২৫ কিলোমিটারের উপরিউক্ত নীতিটি গ্রহণ করেছে, কোনো ক্ষতিই যদি না হত তবে এই আইন করার তাদের কি দরকার ছিল? এ ব্যাপারে একটি কথা তারা প্রায়শই বলছেন যে, এখানে সুপারক্রিটিক্যাল টেকনোলজি ব্যবহৃত হবে। তাতে দূষণ হবে না। এটি একটি ভুল কথা। সুপারক্রিটিক্যাল টেকনোলজি ব্যবহার করে দূষণ ১০ ভাগ কমানো যায়। এত বড় দূষণের ১০ ভাগ কমলেও তাতে লাভ বড় একটা কিছু হবে না। ভারতেও সুপারক্রিটিক্যাল টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়, তাই বলে তারা তাদের ২৫ মিটারের সীমারেখাকে ১ মিটারও কমায়নি।

তৃতীয়ত, কয়লা আবৃত অবস্থায় বহন করা হবে বলে যে যুক্তিটি তারা দিয়েছেন তা খুবই সাদামাঠা। কয়লা থেকে অত্যধিক পরিমাণে কার্বন কণা নির্গত হয়, যা পরিবহনের সময় আশেপাশের পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। আবার এই বিপুল পরিমাণ কয়লা জাহাজে পরিবহনের সময় যে শব্দ ও বর্জ্য উৎপন্ন করবে তা এই সুন্দরবনের নদী-নালা, খাল-বিলসহ গোটা পরিবেশকে দূষিত করবে। এর ফলে এখান জলজ প্রাণীগুলো নিশ্চিতভাবে হুমকির মধ্যে পড়বে। যেখানে বৃক্ষরোপণের মতো কর্মসূচিতে সুন্দরবনের ক্ষতির আশঙ্কা করা হয় সেখানে তার ভেতর দিয়ে কয়লা পরিবহন কিভাবে সমর্থনযোগ্য হতে পারে? কারণ সুন্দরবনের ভেতরে হিরণপয়েন্ট থেকে আকরাম পয়েন্ট পর্যন্ত কয়লা আসবে বড় জাহাজে। আকরাম পয়েন্ট থেকে মংলা বন্দর পর্যন্ত যাবে ছোট লাইটারেজ জাহাজে। আকরাম পয়েন্টে কয়লা লোড-আনলোড হবে। প্রতিদিন ১৩ হাজার মেট্রিক টন কয়লা এই প্রকল্পে লাগবে। এই বিপুল পরিমাণ কয়লা এই বিরাট পথে তাও লোড-আনলোডসহ কিভাবে ঢেকে পরিবহন করা হবে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কিছু বোঝা গেলনা। বাস্তবে তা করার কোনো উপায়ও নেই।

আমাদের মনে হয় চিমনির উচ্চতা নিয়ে আমাদের আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। এটা একটা ছেলে ভোলানো যুক্তি।

কি কি প্রকারে এই প্রকল্প পরিবেশকে ধ্বংস করে দিতে পারে তার বিস্তারিত আমরা আমাদের পূর্বের বুলেটিনে বলেছি। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও পরিবেশবাদী সংগঠনের পক্ষ থেকেও বলা হয়েছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের হোতারা সবই জানেন। তারা কোন যুক্তিরই ধরে ধরে উত্তর করেননি। শুধু 'কিছু হবে না' – এই কথাটাই আমরা বারবার শুনে আসছি।

গত ১৩ সেপ্টেম্বর '১৫ বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (বিআইএফপিসিএল) রামপালে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছিলেন। সেখানে কোম্পানির কর্মকর্তা ও প্রশাসনের লোকজনের বাইরে মূলত সরকারদলীয় জনপ্রতিনিধিরাই ছিলেন। তারপরও সেখানে উত্থাপিত সকল প্রশ্নের জবাব কর্মকর্তারা দিতে পারেননি। বাস্তবে কোনো যুক্তিই তাদের হাতে নেই।

এ প্রকল্পে বিদ্যুতের দাম প্রস্তাব করা হয়েছে ইউনিট প্রতি ৮-৮.৫০ টাকা, যেখানে বর্তমানে সাধারণ গ্রাহক পর্যায়ে ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের মূল্য ৪-৫ টাকা। এই প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ৭০% অর্থ আসবে বিদেশি ঋণ থেকে, বাকি ৩০%-এর মধ্যে ভারত বহন করবে ১৫% আর বাংলাদেশ ১৫%। আর ওই ৭০ ভাগ ঋণের সুদ পরিশোধ এবং ঋণ পরিশোধ করার দায়-দায়িত্ব বাংলাদেশের। অর্থাৎ ভারতের বিনিয়োগ মাত্র ১৫ ভাগ, কিন্তু তারা মালিকানা পাবে ৫০ ভাগ। আসলে ভারতের সাথে ট্রানজিট সংক্রান্ত আলোচনার মতো রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও মহাজোট সরকার ভারতের আনুকূল্য লাভের চেষ্টায় জাতীয় স্বার্থে ছাড় দিচ্ছে। আমাদের নদীগুলো ভারতের পানি আগ্রাসনের শিকার। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বিএসএফ-এর হাতে সীমান্তে বাংলাদেশী হত্যা চলছেই। এখন বাংলাদেশ ভারতকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোয় যোগাযোগের জন্য ট্রানজিট সুবিধা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র এবং বাংলাদেশের শাসকদের জনবিরোধী সাম্রাজ্যবাদের প্রতি নতজানু নীতিই রামপাল বিদ্যুৎপ্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করছে।

তাই প্রকাশিত বিবৃতিটিও লোক দেখানো ও দায়সারা গোছের। গণতান্ত্রিক বামমোর্চা নির্মম রাষ্ট্রিয় বাধা মোকাবেলা করে রোর্ডমার্চ সফল করার মধ্য দিয়ে জনগণের দৃষ্টিতে যখন বিষয়টি আবার নিয়ে এসেছে, মানুষের দিক থেকে প্রতিরোধ তৈরি হচ্ছে, জনগণ জবাব চাইছে – তখন চাপে পড়ে বিক্ষিপ্ত, অসামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু কথা তারা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করে বিভ্রান্তি তৈরি করার অপতৎপরতা চালাচ্ছে।

রোডমার্চে পুলিশি হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

দিনাজপুরের বিক্ষোভে পুলিশি হামলা

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র উদ্যোগে ১৭ অক্টোবর বিকেল ৫টায় জাতীয় প্রেস কাবের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ (মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড আলমগীর হোসেন দুলালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় নেতা কমরেড মানস নন্দী, নাঈমা খালেদ মনিকা, ডা. জয়দীপ ভট্টাচার্য।

সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে জিন্দাবাজার থেকে মিছিল শুরু করে কোর্ট পয়েন্টে সমাবেশে মিলিত হয়। মোখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শফিকুল ইসলাম, অনীক ধর, রুবাইয়াৎ আহমেদ, প্রসেনজিৎ রুদ্র।

গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার উদ্যোগে ১৭ অক্টোবর রংপুরে বিক্ষোভ পরবর্তী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা বাসদ (মার্কসবাদী) সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, গণসংহতির রংপুর জেলার সমন্বয়ক তৌহিদুর রহমান, আহসানুল আরেফিন তিতু, রোকনুজ্জামান রোকন ও প্রত্যয় জসীম। এদিন দিনাজপুরেও গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

১৮ অক্টোবর গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা ময়মনসিংহ জেলা শাখার বিক্ষোভ পরবর্তী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন আবুল কালাম আজাদ, আশরাফ মিল্টন, জাকিয়া সুলতানা জ্যোতি ও হান্নান সরকার।

১৮ অক্টোবর বাসদ (মার্কসবাদী) গাজীপুর জেলা চান্দনা চৌরাস্তায় বিক্ষোভ করে। এখানে বক্তব্য রাখেন ফরিদা ইয়াসনিম নাইস ও শাহ জালাল।

২০ অক্টোবর বাসদ (মার্কসবাদী) কিশোরগঞ্জ জেলা শাখা বিক্ষোভ করেছে।

২০ অক্টোবর সন্ধ্যায় দিনাজপুরের খানসামায় বাসদ (মার্কসবাদী)-র বিক্ষোভে পুলিশ হামলা চালায়। হামলায় আহত হন আজিজার রহমান, সাজ্জাদ হোসেন আপেল ও রথীন রায়।

বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড-এর বিবৃতি প্রসঙ্গে

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এবং ভারতের ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড (এনটিপিসি) এর সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (বিআইএফপিসিএল) গত ২০ অক্টোবর এক বিবৃতিতে রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে যে আন্দোলন তা অযৌক্তিক আখ্যা দিয়ে এর স্বপক্ষে কিছু যুক্তি তুলে ধরে। যুক্তিগুলো দুর্বল এবং তা এই পরিবেশ বিধ্বংসী প্রকল্পের পক্ষে কোনো নৈতিক অবস্থান দাঁড় করায় না। তারা ওই বিজ্ঞপ্তিতে যে যুক্তিগুলো উত্থাপন করেছেন তা হলো :

- এই প্রকল্পটি বাংলাদেশের পরিবেশ অধিদপ্তর ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংরক্ষণকারী সংস্থার নিয়ম-কানুন মেনে করা হচ্ছে।
- প্রকল্পটি থেকে পরিবেশ দূষণকারী কালো ধোঁয়া বের হবে না।
- কয়লা আবৃত অবস্থায় বহন করা হবে।
- কোনো দূষিত বা গরম পানি নদীতে ফেলা হবে না।
- কেন্দ্রের চিমনির উচ্চতা ২৭৫ মিটার হওয়ায় বায়ু দূষণের আশঙ্কা নেই।

মোটের উপর এই যুক্তিগুলো তারা করেছেন।

প্রথমত, বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নিয়ে আমাদের বিশেষ বক্তব্য নেই। সেটা সরকারের কথামতই পরিচালিত হয়, উপরন্তু সুন্দরবন সংরক্ষণের ব্যাপারে আমাদের বন ও পরিবেশ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা নেই। উক্ত মন্ত্রণালয় প্রণীত 'বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১২'-এর ১৩(২) নং ধারা অনুযায়ী 'সকল ঐতিহ্যগত এলাকা ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে সরকার নিয়মনীতি বা নির্দেশিকা তৈরি করবে' – একথা বলা হলেও আন্তর্জাতিকভাবে ঐতিহ্যগত স্থান হিসেবে স্বীকৃত সুন্দরবন সংরক্ষণের ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা আজ অবধি তৈরি হয়নি। অন্তত বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের বই-পুস্তক ও ওয়েবসাইট ঘেঁটে আমরা কিছু বের করতে পারিনি। আবার কয়লাভিত্তিক শিল্পের ব্যাপারেও কোনো পরিবেশগত নিয়ম-নীতি এদেশে নেই। ফলে বন ও পরিবেশবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্রের বিশেষ কোনো মূল্য এখানে নেই। তাদের এ বিষয়ে কোনো বক্তব্যই নেই।

রোডমার্চের উদ্বোধনী সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

আর আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংরক্ষণকারী সংস্থা বলতে তারা কাদের বুঝিয়েছেন আমরা জানিনা, নাম উল্লেখ করে বললেই ভাল হত। কারণ খোদ ইউনেস্কো এই প্রকল্পের বিরোধিতা করেছে। বিরোধিতা করেছে 'রাম-সার'। আর বাংলাদেশে কোনো নিয়ম না থাকলেও 'ভারতের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহিত পরিবেশ সমীক্ষা' বা 'আই এ গাইড লাইন ম্যানুয়াল ২০১০' অনুযায়ী, কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ২৫ কিলোমিটারের মধ্যে বন্যঞ্চল, উদ্যান বা জীববৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু থাকতে পারে না। যে ভারতীয় কোম্পানি ছাড়পত্র হাতে নিয়ে চিৎকার করছেন, খোদ নিজের দেশেই কেন তাদের ছাড়পত্র নেই সে ব্যাপারে তারা কিছু বলেননি।

দ্বিতীয়ত, পরিবেশ দূষণকারী কালো ধোয়া বের হবেনা কিংবা কোন দূষিত বা গরম পানি নদীতে ফেলা হবে না – সুনির্দিষ্ট কোনো যুক্তি প্রমাণ ছাড়া কথাগুলো কিছু আপ্তবাক্য ছাড়া আর কিছুই নয়। পরিবেশ দূষণে কয়লার ভূমিকা শীর্ষস্থানে। বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে বড় ঘাতক কার্বন, যার বড় অংশই নির্গত হয় কয়লা থেকে। রামপালে কয়লা পুড়বে বছরে ৪৭ লাখ ২০ হাজার টন, প্রতিদিন ১৩ হাজার মেট্রিক টন। এতে ছাই হবে প্রতিদিন প্রায় এক হাজার ৬০০ মেট্রিক টন।

কয়লা ধোয়ার পর পানির সাথে মিশে তৈরী হয় আরেকটি বর্জ্য তরল কয়লা বর্জ্য। ছাই এবং এই তরল উভয় বর্জ্যই বিষাক্ত কারণ এতে বিষাক্ত আর্সেনিক, মার্কারি বা পারদ, ক্রোমিয়াম এমনকি তেজস্ক্রিয় ইউরোনিয়াম ও থোরিয়াম থাকে। ছাই বা ফ্লাই এ্যাশকে বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিকটে অ্যাশ পন্ড বা ছাইয়ের পুকুরে গাদা করা হয় এবং স্লারি বা তরল বর্জ্যকে উপযুক্ত ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে দূষণ মুক্ত করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ছাই বাতাসে উড়ে গেলে, ছাই ধোয়া পানি চুইয়ে কিংবা তরল বর্জ্য বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে মাটিতে বা নদীতে মিশলে ভয়াবহ পরিবেশ দূষণ ঘটে।

এ সকল কারণেই আবাসিক এলাকা, কৃষিজমি এবং বনাঞ্চলের আশপাশে কয়লা ভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করার অনুমতি প্রদান করা হয় না। সম্প্রতি আমেরিকাতে প্রায় তিনশত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। জার্মানিতে ৩.১ গিগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন পাওয়ার প্ল্যান্ট আর কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধ করা *(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

ফ্যাসিবাদী শাসনকে পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার নির্বাচন

- মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এক বিবৃতিতে দলীয় প্রতীক ও প্রার্থীর ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা) নির্বাচন অনুষ্ঠানের সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানান।

অবিলম্বে এ সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, এদেশ এখন সস্তাশ্রমের এক বিরাট ক্ষেত্র। সাম্রাজ্যবাদীরা একে কাজে লাগাতে চায়। দেশের পুঁজিপতিশ্রেণীও এদের সাথে মিলেমিশে সেই মুনাফার ভাগ নেয়ার জন্য দাঁড়িয়েআছে। এজন্য দেশে একটি স্থিতিশীল সরকার দরকার, যে সরকার নির্মমভাবে সকল গণআন্দোলন দমন করে তাদের মুনাফা অর্জনের পথ বাধামুক্ত করতে পারে।

এদের শক্তিতেই আওয়ামী লীগ সরকার অবৈধভাবে ক্ষমতায় এসেছে ও টিকে আছে। তার এই অগণতান্ত্রিক, অবৈধও ফ্যাসিস্ট শাসনকে তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত করার জন্য স্থানীয় সরকার নির্বাচন ব্যবস্থা পরিবর্তনের এ উদ্যোগ। এই পদক্ষেপের ফলে একেবারে সর্বনিম্ন স্তরেও কোনো প্রতিবাদের সম্ভাবনাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হবে। এতে বাহ্যিকভাবে দলীয় প্রার্থী-প্রতীকের নির্বাচন সর্বনিম্ন পর্যায়ে গণতান্ত্রিক অনুশীলনের সম্প্রসারণ বলে প্রচারের চেষ্টা চলছে। কিন্তু বাস্তবে তা তৃণমূল পর্যায়ে সুবিধাভোগী দলীয় নেতাকর্মীসহ স্বার্থান্বেষী চক্রের অনুগত প্রশাসনিক সংযোগের সুদৃঢ় বন্ধন তৈরি করবে। ভিন্নমত দমনের মাধ্যমে একক সাংগঠনিক সংহতি ও ফ্যাসিবাদী সংযোগের বন্ধন সুদৃঢ় করার লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত।

খুলনার হাদিস পার্কে রোডমার্চের সমাবেশের একাংশ

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। *বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)* কর্তৃক ২২/১, তোপখানা রোড (ষষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.sammobad.org। ই-মেইল: mail@spbm.org